Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 103–108
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বিপর্যস্ত প্রান্তিক যাপন : সেলিনা হোসেন

সুপর্ণা দাস
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: rmsuparna0312@gmail.com

Keyword
বিপর্যয়, সেলিনা হোসেন, প্রান্তিক জীবনযাপন, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ

Abstract
বিপর্যয় হল এমন এক আকস্মিক ঘটনা যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সাময়িকভাবে বা দীর্ঘকাল ধরে স্তব্ধ করে দেয়। বিপর্যয়ের অভিঘাত মানবসভ্যতায় নিয়ে আসে মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, স্বাধীনতাযুদ্ধ ও আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। আবহমানকালের বাংলাসাহিত্যে বিপর্যস্ত জীবনের অভিঘাতগুলি বাঙালি জীবনকে ত্বরান্বিত করেছে। এই অভিঘাতের প্রগাঢ় ছাপ পড়েছে অবহেলিত প্রান্তিক জনজীবনে। বাঙালি সংস্কৃতির অন্তর্গত প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনে নেমে আসা প্রাত্যহিক বিপর্যয়ও তা অতিক্রম করার অসম্ভব জিজীবিষা শক্তির দ্বন্দ্বমূলকতা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক হারে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই বিপর্যস্ত প্রান্তিক জীবন সম্পৃক্তির চিত্র উঠে এসেছে সেলিনা হোসেনের লেখনীতে। নানামুখী সংকট, অস্তিত্বহীনতা, নৈরাশ্যবাদ ও তার থেকে মুক্তির আশায় জারিত সেলিনা হোসেনের উপন্যাসগুলি আমার আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়।

Discussion
ভূমিকা : সেলিনা হোসেনের লেখনীতে রয়েছে একটি ব্যবহারিক পরিচিতি সংলগ্ন জীবন সম্পৃক্তি;যেটা তার প্রতি যেকোনো পাঠককে আকর্ষিত করে। বাংলাদেশের মানুষ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠি তাঁর লেখার মূল উপজীব্য। ঔপনিবেশিক শাসন আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল বঞ্চনা, শ্রেণি বৈষম্য, অবদমন বিপর্যস্ত -বিধ্বস্ত-শোষিত মানুষের জীবনের চালচিত্র স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়।

বিংশ শতকের ষাট-সত্তর দশকের আন্তর্জাতিক মন্দা, নানামুখী অরাজকতা, অস্থিরতা ও দেশের ঔপনিবেশিক জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের ক্রমে নিঃস্ব হয়ে আসার পাশাপাশি সমাজ জীবনের নানামুখী সংকট ও বিপর্যয়, অস্তিত্বহীনতা লেখিকার মনোজগতের প্রতিনিয়ত আঘাত হেনেছে। জীবনের এই সমস্ত নৈরাশ্যবাদ ও তার থেকে মুক্তির আশা তাঁর সাহিত্যের জারক রস হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসের বিষয় একদিকে প্রকৃতির দ্বারা বিপন্ন উপকূলীয় মানুষের জীবন,অন্যদিকে মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে মধ্যবিত্তের আত্মসংকট, আবার 'চর্যাপদে'র পটভূমি আর চাঁদবেনের মত

ঐতিহ্যাশ্রয়ী ঘটনার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন সমকালীন মানুষের রাষ্ট্রিক-সামাজিক সংকটকে সমাজের ওপর ঘটা নানান বিপর্যয় অভিঘাতকে।

জনপদের মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের পরিমণ্ডল। উপকূলীয় প্রান্তিক মানুষের জীবনের বিপন্নতা যেমন আছে তাঁর রচনায়; তেমনই আছে রাষ্ট্রীয় সংকটে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্ত। নুন ভাতের জন্য যে মানুষগুলোর জীবনের রয়েছে আমৃত্যু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। লেখিকা তার লেখনীতে বারবার তুলে ধরেছেন সেই সব-

> *"সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা যাঁরা টমটমে জুতে দেওয়া ঘোড়ার মত মুখে গাঁজলা উড়িয়ে অনবরত ছোটে,যাঁদের আদি অন্তের হদিস নেই, যাঁরা দু'পায়ে ভর করে দিগন্তের সীমানা খোঁজে।"* [১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজের বেশকিছু পট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। স্বাতন্ত্র্য চেতনা,অধিকারবোধ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সূচিত হয় নিজস্ব পথের দিশা।ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু মুসলিমের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করা হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি তৈরি হয় সাম্প্রদায়িকতা। সাহিত্যে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির রাজনৈতিক পরিমণ্ডল প্রান্তিক জীবনে এক সর্বগ্রাসী সংকটের ছায়া বিস্তার করেছিল। তেতাল্লিশের মন্বন্তর মনুষ্যত্বের ব্যাপক অবনমন ঘটিয়েছে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর জন্ম হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র পাকিস্তান। ধর্মভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ বাঁচার জন্য, নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির জাতির সত্তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু করার তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ মিছিলে যোগদান করেছে বাংলার জন মানব। বাঙালি সমাজের উত্থান-পতনের আলোচ্যমান প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে বাংলার লেখকগণ লেখার মুখ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি।

সেলিনা হোসেনের কথনে 'মানব জীবন যেন এক গুচ্ছ তাজা ফুলের মতো বিকাশ লাভ করেছে'। সংগ্রামী আলেখ্য তাঁর কথনের মৌলিক উপাদান। তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্র সংগ্রামী ও সংবেদনশীল। শ্রেণি-সংগ্রামের উদ্দীপনা, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন তাঁর কথনবিশ্বকে ঋদ্ধ করে তোলে। লেখিকার ভাষায়—

> *"আমি ভালোবাসি সেই সব দরিদ্র মানুষের কথা যারা নিরন্তর খেতে খেতে পাংশুটে হয়ে গেছে। যাদের ভিন্ন আদল হারিয়ে যায়,যারা একের ভেতর অনেক।"* [২]

ব্যক্তিগতভাবে লেখিকার পোড় খাওয়া হতদরিদ্র, অবহেলিত মানুষ গুলোকে জানার গভীর আকর্ষণবশত আমার উক্ত প্রবন্ধ বিষয়টি নির্বাচন। বাংলাদেশের সমাজ ও অগ্নিগর্ভময় রাজনৈতিক পটচিত্র, স্বদেশ ও স্বজাতির বিপর্যস্ত জীবননাট্যের উত্থান-পতনের বাস্তব রূপচিত্রের সাবলীল প্রকাশ সেলিনা হোসেনের উপন্যাসকে অনন্য মাত্রা দান করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিপর্যস্ত প্রান্তিক জীবনযাপন আলোচনা প্রসঙ্গে সেলিনা হোসেনের যে সমস্ত উপন্যাস নির্বাচন করেছি সেগুলি হল 'জলোচ্ছ্বাস', 'নীল ময়ূরের যৌবন', 'চাঁদবেনে', 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', 'কাঠ-কয়লার ছবি', 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' এবং 'সোনালি ডুমুর'।

ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাস জগতে পদার্পণ করেন 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২) উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসটি বাংলার নদীকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের বাস্তব দলিল। শ্রমজীবী মানুষের জীবন চর্চা ও নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী জীবনচিত্র মুখ্য হয়ে উঠেছে এখানে। দক্ষিণ বাংলার মানুষগুলো যেন দারিদ্র্যের গভীর অমানিশার জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। লেখিকার বর্ণনায়—

> *"বিলাসে অতৃপ্ত রমণীর মত দক্ষিণ বাংলার মুখ—বয়স্ক রমণীর অভিজ্ঞতার মত দক্ষিণ বাংলার হৃদয়—বেপরোয়া ধর্ষণে বিপর্যস্ত রমণীর মত দক্ষিণ বাংলার শরীর।"* [৩]

প্রকৃতির আঘাতে আঘাতে ওদের বুক পাষাণে পরিণত হয়েছে। বিপদে ওদের বুক কাঁপে না।ওরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জীবনশক্তি আহরণ করে।তাই নদীর জল ওদের জীবনের মহাকরাল আবার বিপদে শোকের সান্তনা আর জীবিকার

উপায়।প্রতিনিয়ত জীবনকে ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় মত্ত দক্ষিণ বাংলার মানুষ গুলি। লেখিকা তাই তাদের কে বলেছেন 'ঝড়ো জীবনের পাখি'।

দশম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'চর্যাপদ' রচনা কালের পটভূমিতে রচিত 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২) পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে এক নতুন জগৎ। স্বার্থপর ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণির মানুষগুলিকে পদদলিত করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। চর্যার কবি সমাজের কবিত্বগুণ সমাজের উঁচু তলার মানুষগুলোর কাছে আস্পর্ধা বলে মনে হওয়ায় রাজতন্ত্রের আড়ালে ব্রাহ্মণ শ্রেণির অন্ত্যজশ্রেণিকে শোষণ-নিপীড়নে জর্জরিত করে। পদ রচনা অপরাধেই কাহ্নপাদকে প্রচন্ড শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। শেষ পর্যন্ত হাত দুটি হারিয়ে তাকে অপরাধে চরম মূল্য দিতে হয়। উচ্চবিত্ত শ্রেণির অত্যাচার সহ্য করতে করতে একসময় কাহ্নপাদের মধ্যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র সমাজের মধ্যে। উপন্যাসটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কালের উত্তপ্ত পরিস্থিতি চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রামী চিত্র সেলিনা হোসেন দশম- দ্বাদশ শতকের 'চর্যাপদ'-এর রূপকে অঙ্কন করেছেন। কাহ্নর জাতীয় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে লেখিকা বলেছেন—

> *"ও প্রবলভাবে অনুভব করে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের রাশভারি সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি ওর লৌকিক ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে,এ ভাষাতেই কথা বলে ওর মত শত শত জন।"* [৪]

উপন্যাসের শেষে কাহ্নপাদ আর 'চর্যাপদে'র পদকর্তা থাকে না, সে হয়ে ওঠে বিপন্ন জাতির অগ্রণী পথিক। রাজার শাসন-শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচারে নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ ও মানুষরা দিশেহারা। কাহ্নপা'র গান তাদের কাছে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। সেলিনা হোসেন এভাবে তাঁর উপন্যাসে সেকালের কাহিনিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

পূর্ববাংলার শহর ও গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম ও জীবনের আদর্শ কে কেন্দ্র করে সেলিনা হোসেনের কথন জগৎ নির্মিত।বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের এক দরিদ্র নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের কাহিনি তাঁর 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪) উপন্যাসটি। চাঁদের অদম্য সাহসী প্রতিবাদী চেতনা সমাজের অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ শতকীয় বাংলাদেশে সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়কে শোষণ করার জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছিল জমিদার শ্রেণির সুবিধাভোগী হিংস্র মানুষের দল। এইরকম পরিবেশে চাঁদের মত এক প্রতিবাদী সাহসী চরিত্র নির্মাণ করে লেখিকা হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছেন।চাঁদের একক প্রতিশোধ স্পৃহা ও একক সংগ্রাম উপন্যাসটিতে রূপ লাভ করেছে। এখানে চাঁদের ঘোষণা—

> *"আমি নিঃশেষ হই না ...আমার পণ্য অনিঃশেষিত। ...আজু মৃধারা আমাকে ভয় পায়।আমি শাণিত ছুরি হয়ে তাদের মেদবহুল বুকে আমূল সেঁধিয়ে যাই। চাঁদ সওদাগর মনসাকে দিয়েছিল কড়ে আঙ্গুল দিয়ে পূজো। কড়েতে আমার বিশ্বাস নেই।আমি চাই মুন্ডু।বিচ্ছিন্ন ধড় থেকে গল গলিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তে কীর্তিনাশা পলি ফেলে যে উর্বরা ভূমি তৈরি করবে আমি সেখানে ফসল ফলাবো।"* [৫]

'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য- নিচু তলার মানুষ ও তাদের পরিবার সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা ও সহমর্মিতা আর সব মিলিয়ে জীবনের প্রতি অঙ্গীকারের বিশ্বস্ততা।দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমুদ্রবেষ্টিত জনজীবনের জটিল তরঙ্গ এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। নাফ নদী তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব লেখচিত্র এটি। এখানকার মানুষদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, দারিদ্র সংগ্রাম, সমস্যা আন্দোলিত হীন জীবনবৃত্তিকে শিল্পিত রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। পোকামাকড়ের মত বেঁচে থাকার অনুভূতিহীন অস্তিত্বহীন জীবন যন্ত্রণা এবং সেই জীবন যন্ত্রণা কে অতিক্রম করে নতুন মানবিক মূল্যবোধে বাঁচার প্রেরণা সার্বিকভাবে উপন্যাসের সংগ্রামশীল দরিদ্র মানুষগুলোর জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে। শোষণ পীড়নে দলিত পিষ্ট মানুষগুলির পোকামাকড়ের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। তাদের স্বপ্নময় এই লড়াইয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। এই লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত—

> *"সব মানুষকে একই বাঁধনে বেঁধে,সুখ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা- মমতার এক মোহনায় এসে মালেক নতুন শাহপরি দ্বীপ গড়বে।"* [৬]

কেন্দ্রিয় চরিত্র মালেক দেখে তার নিজের জীবন, সমষ্টির জীবন ও পরিবেশকে।রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপচেপড়া ভিড়ে শাহপরি দ্বীপ অঞ্চলের অবস্থা করুণ ও শোচনীয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের জেলে জলদাসদের প্রান্ত বঙ্গীয় ভাষার ব্যবহারে পোকামাকড়ের মত জীবনযাপনকে লেখিকা জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

চা শ্রমিকদের জীবনচিত্রের পটভূমিতে রচিত শোষিত নিম্নবিত্ত প্রান্তীয় সমাজের চিত্র লেখিকার লেখনীর সজীবতায় মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করেছে 'কাঠ কয়লার ছবি' (২০০১) উপন্যাসে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের শোষণ ও পুলিশি নির্যাতন শ্রমিকদের নাজেহাল করে তোলে। উপন্যাসের একদিকে রয়েছে মৃত্যু অন্যদিকে হারানো পরিচয় খুঁজে ফেরা এক যুদ্ধশিশুর জীবনচিত্র।ক্ষুধার পীড়নে বিপর্যস্ত ছিন্নমূল শ্রেণির মরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা কাহিনিকে হৃদয়বিদারক করে তুলেছে। মাতৃভূমি থেকে তুলে আনা চা শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, চা বাগানের পুঁজি বাড়ানোর ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি সেই অর্ধাহারী, অনাহারী মানুষগুলো সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য—

> *"আকারে মানুষ হলেও তারা ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত, খরা-আক্রান্ত অঞ্চলের প্রাণী ...ওদের সম্বল ছিল শ্রম আর এই শ্রমের পুঁজির কারণে ওরা আজীবন কাজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। ...ওদের কোন মুক্তি ছিল না।"* [৭]

আধুনিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষগুলির জীবনধারণের মধ্যে বেদনার্ত কান্না ঝরে পড়েছে। অসহায় মানুষগুলির জীবনে পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে আসে দুলাল যার জন্ম মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন এক শ্রমিক মায়ের গর্ভে। পূর্ববাংলার সিলেট অঞ্চলের চা শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে। তাদের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল বাগানের মালিকরা। মালিক শ্রেণির মতে—

> *"এদের এমন একটা গাণিতিক হারে মজুরি দেওয়া হোক যাতে করে এরা শুধু খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং অনাগত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অবিরাম শরীরের শেষ বিন্দু শ্রম বিনিয়োগ করেও কাজ করে যেতে পারে।"* [৮]

'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর' (২০০৪) উপন্যাসটি নদীভাঙ্গা মানুষের জীবনালেখ্য। এখানে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টি বড়। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রয়েছে নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের কথা যাদের জীবনে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। তারা জোতদারদের নির্যাতনে পড়ে যাওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকারে।

দৈন্য পীড়িত চরবাসীদের জীবন নদীর ভাঙ্গনে তলিয়ে যায়। রাজনীতির কালো ছায়া তাদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে। পুলিশের অত্যাচারে পুরুষ মানুষরা গ্রামছাড়া হতে বাধ্য হয়। স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা প্রান্তীয় মানুষগুলির জীবনকে দাড়িপাল্লায় রেখে নিজেদের পকেট বোঝাই করে। গ্রামের অশিক্ষিত নারী সমাজের পাশাপাশি শহরের নারীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র উপন্যাসের কাহিনিকে সাবলীল করে তুলেছে। শোষক শ্রেণির অত্যাচার ও পীড়নে জর্জরিত বিপর্যস্ত মানুষগুলির প্রতিনিধি বৃদ্ধা শুকজানের মুখে আমরা শুনতে পাই—

> *"দেশে কি বিচার-আচার আছে যারা দেশ চালায় তারা নিজেরা ঘুমায়, ঘুমের ব্যাঘাত হয় না,তাদের শান্তিতে কেউ সিঁদ কাটতে পারে না, কিন্তু তারা লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘুম নষ্ট করে দেশ চালানোর ভান করে।"* [৯]

নিম্নবিত্ত প্রান্তীয় শ্রেণির নারী-পুরুষের ভালোবাসা মিশ্রিত গভীর আশাবাদী জীবনচিত্র তুলে ধরে উপন্যাসটির মর্যাদা অনন্যতর হয়েছে। ঔপন্যাসিক শোষিত নিপীড়িত বঞ্চিত বিপর্যস্ত প্রান্তীয় মানুষগুলির জীবনের বাস্তব চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। পোড় খাওয়া মানুষগুলো সব বিপর্যয় কে অতিক্রম করে জীবনে বাঁচার রসদ সঞ্চয়ের চেষ্টায় উদগ্রীব সেই দৃশ্য বর্ণনা করেছেন এখানে।

উত্তপ্ত রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত 'সোনালি ডুমুর' (২০১২) উপন্যাসে বিশ শতকের দাঙ্গা, দেশভাগ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ভাষা আন্দোলনের একের পর এক অমোঘ বিপর্যয়ের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। যার ফলস্বরুপ রিফিউজি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। স্বদেশে পরবাসী মত বেঁচে থাকা মানুষগুলোকে রাজনৈতিক চক্রান্তে জর্জরিত করে তোলার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় অমিয়নাথ ও সুবোধনাথের পরিবারে। ভিটেমাটি হারানো এই পরিবারটির অনিশ্চিত জীবন যাপনের চিত্র লেখিকার লেখনীতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার পাশাপাশি চৌষট্টির দাঙ্গার এক মর্মান্তিক ইতিহাস দলিল এই উপন্যাস।কেন্দ্রিয় চরিত্র অনিমেষের চোখে প্রশ্ন জাগে—

> *"আমি যখন একা থাকি তখন আমার মনে হয় আমরা নিজ দেশেই রিফিউজি। নইলে সবাই আমাদের সংখ্যালঘু বলে কেন?"* [১০]

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারা মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার চূড়ান্ত পর্যায় উপন্যাসটির মুখ্য বিষয় বলা যায়। বিপর্যয় পীড়িত মানুষগুলোর জীবনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে এই অবমাননা । সম্পত্তি আইন বিশ শতকের বাঙালি জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল,সেই সংগ্রাম উঠে এসেছে এখানে।দাঙ্গা যে রিফিউজি জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ কারণ তার উল্লেখ পাওয়া যায় মন্মথনাথ এর উক্তিতে—

> *"ছেচল্লিশের দাঙ্গায় ও বাবা-মা-ঠাকুরদা-ঠাকুরমা-কাকা-পিসির রক্তে ডুবে গিয়েছিল। তারপর বেঁচে ওঠে। চৌষট্টির দাঙ্গায় আমি রাস্তার দু'পাশে জ্বলে থাকা দাও দাও আগুনের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে।"* [১১]

বাংলার নারী জীবনেও এই দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে আসে চরম বিপর্যয়। উপন্যাসে প্রতিভা, প্রমিলা, প্রভাবতী, মিনতি রানী কুন্ডু ইত্যাদি নারীদের জীবনধারা এই চরম বিপর্যয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন। নিজ ভাগ্যের কথা ভেবে মিনতি বলেছে—

> *"ইস ওর জীবনে যদি ছেচল্লিশের দাঙ্গা না থাকতো! যদি জীবন এমনই সুন্দর থাকত সবটা সময় ধরে।"* [১২]

নারী নিগ্রহের দিকটি লেখিকার লেখনীতে প্রান্তিক মানুষের জীবনকে অনেক স্পষ্টতর করে তুলেছে। সেলিনা হোসেনের কলম মানব জীবনের বাস্তব সমস্যা গুলোকে ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশের প্রান্তিক আঞ্চলিক মানুষদের জীবন সংগ্রামের চিত্র স্বর্নাক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখায়। স্বদেশ ও স্বজাতির জীবননাট্যের উত্থান-পতনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে সেলিনা হোসেনের কথনবিশ্বে। তাঁর রচনায় জীবন মাঝেমধ্যে ঊর্মিমুখরতাই উদ্দাম হয়ে ওঠে। নিষ্ঠুর নিয়তি বিড়ম্বিত অসহায় নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষ এক মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার ও বিপর্যয়ের অমোঘ আঘাত এক হৃদয়বিদারক প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছে।

উপসংহার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেলিনা হোসেন এমন একজন লেখিকা যাঁর কলমে উঠে এসেছে প্রাক-স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সমকালীন ও স্বাধীনতা-উত্তর সমাজের বাস্তব চিত্র। বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ও দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, ছেচল্লিশ ও চৌষট্টির দাঙ্গা বাংলার সমাজ জীবনে নিয়ে আসে অমোঘ বিপর্যয়ের অভিঘাত। 'বিপর্যয়ের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্য'আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বনামধন্যা কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের আলোচনা অনিবার্যতার দাবি রাখে। তাঁর সমাজবাদী চিন্তা-চেতনা, বিশ্লেষণাত্মক আত্মজিজ্ঞাসা শিল্পের পরশে ব্যতিক্রমধর্মীতা বাংলা পাঠকসমাজকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র :

১. হোসেন, সেলিনা, 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ', কথা প্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩৭
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪
৩. হোসেন, সেলিনা, 'জলোচ্ছ্বাস', উপন্যাস সমগ্র, প্রথম খন্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১
৪. হোসেন, সেলিনা, 'নীলময়ূরের যৌবন', কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩৫
৫. হোসেন, সেলিনা, 'চাঁদবেনে', অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-১৩৬
৬. হোসেন, সেলিনা, 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি', দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১১০০, পৃষ্ঠা-৯৪
৭. হোসেন, সেলিনা, 'কাঠকয়লার ছবি', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৪৪

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৪
৯. হোসেন, সেলিনা, 'ঘুমকাতুরে ঈশ্বর', মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫
১০. হোসেন, সেলিনা, 'সোনালি ডুমুর', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা-৩৭
১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৮০
১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য, বীতশোক, 'বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা', এবং মুশায়েরা, ১৫শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, জানুয়ারি, ২০০৮
২. সুলতানা, সুফিয়া, 'সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে বাঙালি সমাজের চালচিত্র (১৯৭২-২০১২) (নির্বাচিত) : পাঠভিত্তিক বিশ্লেষণ, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, ২০১৬